ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিতকারী এবং
তাঁদের অপমান থেকে রক্ষাকারী এক অনবদ্য লেখনী

আলিমদের ব্যাপারে আপত্তি করা নিষেধ

উপস্থাপনায়:
মারকাযী মজলিসে শূরা
(দাওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আলিমদের ব্যাপারে আপত্তি করা নিষেধ(১)

দরূদ শরীফের ফযীলত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" এর ১ম পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত ওবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন যে, আমি (সমস্ত অযীফা, দোয়া ছেড়ে দেবো এবং) আমার সমস্ত সময় দরূদ পাঠে ব্যয় করবো। তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা তোমার চিন্তাভাবনা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও নিগরানে মারকাযী মজলিসের শূরা হযরত মাওলানা হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এই বয়ানটি ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২ মার্চ ২০১১ ইংরেজী, বুধবার আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর সফরুল মুজাফফর ১৪৩৫ হিজরী মোতাবেক ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে।
(বিভাগ: রিসালায়ে দাওয়াতে ইসলামী মজলিস, আল মদীনাতুল ইলমিয়া)

২. তিরমিযী, ৪/২০৭, হাদিস: ২৪৬৫।

www.dawateislami.net

খ্রিষ্টান মহিলার পুত্র

তৎকালীন 'কুসতুনতুনিয়া' এর উপর একজন খ্রিস্টান মহিলা শাসন করত এবং সে প্রতি বছর খাজনা[১] আদায় করত। যখন সে মারা গেল, তখন তার পুত্র সিংহাসনে বসল এবং খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। ওদিক থেকে খাজনার দাবি করা হলে, সে হযরত হারুনুর রশীদের দরবারে একজন দূতের (কাসিদ) হাতে এই মর্মে একটি পত্র পাঠাল যে, "সে মারা গেছে যে নিজে পদাতিক হয়েছিল এবং আপনাকে শাসক হিসেবে মেনে নিয়েছিল" (অর্থাৎ আমার মা, যিনি আপনার আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন, তিনি মারা গেছেন। এখন আপনার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই)। এই পত্র নিয়ে দূত যখন দরবারে উপস্থিত হলো, উযীরকে আদেশ করা হলো: "শোনাও!" উযীর তাকে দেখে আরয করল: "হুযুর! আমার মধ্যে এত সাহস নেই যে, আমি এটা শোনাতে পারব।" তিনি বললেন: আমাকে দাও।" এবং সেই পত্রটি পড়লেন। বাদশাহর মধ্যে এমন জালাল (প্রতাপ) প্রকাশ পেল যা দেখে উযীর এবং সেই দূত ছাড়া পুরো দরবার পালিয়ে গেল। উযীরকে হুকুম দিলেন যে, উত্তর লেখ! সে লেখার ইচ্ছা করল কিন্তু শাহী প্রতাপ এত বেশি ছিল যে হাত কাঁপতে শুরু করল এবং কলম চলল না। তারপর তিনি বললেন: আমাকে দাও! আর এভাবে লিখলেন: "এই পত্র আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন হারুনুর রশীদের পক্ষ থেকে রোমের কুকুর অমুকের প্রতি, হে কাফেরার গর্ভজাত! উত্তর সেটা নয় যা তুমি শুনেছো, বরং উত্তর সেটা যা তুমি দেখবে।" এই ফরমান দূতকে দেওয়া হলো এবং তৎক্ষণাৎ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। দূতের সাথে

১. জমিনের ট্যাক্স যা যিম্মীদের থেকে নেওয়া হতো। (আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, ১৯/৫২)

www.dawateislami.net

সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছালেন এবং কুসতুনতুনিয়া জয় করে সেই খ্রিষ্টান বাদশাহকে গ্রেফতার করলেন। সে অনেক কান্নাকাটি করল, হাত-পা জোড় করল, খাজনা দেওয়ার ওয়াদা করল, তখন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং রাজমুকুট পরিয়ে ফিরে এলেন। এক মঞ্জিল পথ আসার পরই খবর পেলেন যে সে আবার বিদ্রোহ করেছে। তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন এবং আবার জয় করলেন এবং আবার তাকে গ্রেফতার করলেন। তারপর সে হাত জোড় করল এবং তোষামোদ করল, তারপর ছেড়ে দিলেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনা থেকে আমীরুল মু'মিনীন খলীফা হারুনুর রশীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ভালোভাবে অনুমান করা যায় যে, যখন নিকফোর নামক রোমের সিংহাসনে বসা ব্যক্তি খ্রিষ্টান একটি পত্রের মাধ্যমে খাজনা দিতে অস্বীকার করল, তখন হারুনুর রশীদ কতটা ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, কেবল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পত্রের উত্তরই লেখেননি, বরং তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাথে সাথে রোমে সৈন্য প্রেরণও করেছিলেন। কিন্তু এই হারুনুর রশীদ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যত কঠোর মেজাজের এবং ক্রোধ ও রোষের অধিকারী ছিলেন, ওলামায়ে দ্বীনের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই নরম মেজাজের এবং তাঁদের আদব রক্ষাকারী ছিলেন। আসুন, ওলামাদের প্রতি তা'যীম (সম্মান) নিজেদের অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য ওলামাদের সম্মান সম্পর্কিত হারুনুর রশীদের চরিত্রের কিছু দিক লক্ষ্য করি। যেমন 'মালফুযাতে আ'লা হযরত'-এ রয়েছে:-

১. মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ. ১৪৫।

www.dawateislami.net

আল্লাহ দুটি হাত কেন দিয়েছেন!

হারুনুর রশীদের মতো প্রতাপশালী বাদশাহ (তাঁর পুত্র) মামুনুর রশীদের শিক্ষার জন্য হযরত ইমাম কিসাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ[১] কে আরয করলেন, তখন তিনি বললেন: "আমি এখানে পড়ানোর জন্য আসতে পারবো না, শাহজাদা আমার বাড়িতেই চলে আসবে।" হারুনুর রশীদ আরয করলেন: "সে সেখানেই উপস্থিত হবে, কিন্তু তার পাঠদান আগে হবে।" তিনি বললেন: "এটাও হবে না, বরং যে আগে আসবে, তার পাঠই আগে হবে।" যাই হোক, মামুনুর রশীদ পড়া শুরু করলেন। ঘটনাক্রমে একদিন হারুনুর রশীদের সেখান দিয়ে যাওয়ার সুযোগ হলো। দেখলেন যে ইমাম কিসাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের পা ধুচ্ছেন এবং মামুনুর রশীদ পানি ঢালছেন। বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে নেমে এলেন এবং মামুনুর রশীদের পিঠে চাবুক মেরে বললেন: "হে বেয়াদব! আল্লাহ দুটি হাত কেন দিয়েছেন? এক হাত দিয়ে পানি ঢালো এবং অন্য হাত দিয়ে তাঁর পা ধুয়ে দাও।"

(মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ. ১৪৪)

سُبْحٰنَ اللهِ ! আপনারা শুনলেন তো, অত্যন্ত শান-শওকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন আব্বাসীয় খিলাফতের পঞ্চম খলীফা হারুনুর রশীদ যখন তাঁর পুত্রকে দেখলেন যে, উস্তাদ সাহেবের পা ধোয়ানোর জন্য পানি ঢালছে, তখন এই কথায় রাগ করেননি যে " বর্তমান সময়ের বাদশাহর পুত্র কারো পা ধৌত করবে!", বরং রাগ করেছেন এই কথায় যে, আমার পুত্র আলেমে দ্বীনকে পা ধোয়ার ক্ষেত্রে কষ্ট কেন দিচ্ছে, নিজের হাতে তাঁর পা ধৌত করে দেয়ার সৌভাগ্য কেন অর্জন করছে না।

১. ইনি ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খালাতো ভাই এবং প্রসিদ্ধ সাতজন ক্বারীদের মধ্যে অন্যতম।

www.dawateislami.net

ইলমের সম্মান

একবার হারুনুর রশীদ, আবু মু'আবিয়া যরীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -কে দাওয়াত করলেন। তিনি চোখে দেখতে পেতেন না। যখন আফতাবা (অর্থাৎ ঢাকনাযুক্ত, হাতল লাগানো লোটা) এবং চিলমচি (অর্থাৎ হাত-মুখ ধোয়ার পাত্র) হাত ধোয়ার জন্য আনা হলো, তখন চিলমচি খাদেমকে দিলেন এবং আফতাবা নিজে নিয়ে তাঁর হাত ধুইয়ে দিলেন এবং বললেন: "আপনি কি জানেন, কে আপনার হাতে পানি ঢালছে?" তিনি বললেন: "না।" বললেন: "হারুন।" (তখন হযরত আবু মু'আবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে দোয়া দিয়ে বললেন): "আপনি যেভাবে ইলমের সম্মান করেছেন, আল্লাহ পাক যেন সেভাবে আপনাকে সম্মান করেন।" হারুনুর রশীদ বললেন: "এই দোয়া লাভ করার জন্যই তো আমি এটা করেছি।"[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইতিহাসের কিতাবে হারুনুর রশীদ সম্পর্কে লেখা আছে যে, প্রতিদিন একশত রাকাত নফল নামায পড়া মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে কখনো কখনো অসুস্থতার কারণে বাদ পড়ত। এছাড়া যাকাতের পাশাপাশি প্রতিদিন হাজার দিরহাম নিজের পক্ষ থেকে দান করতেন। (আলেম ও ফকীহদের প্রতি ভালোবাসার এই অবস্থা ছিল যে,) যখন হজ করতে যেতেন, তখন ১০০ জন ফকীহ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং তাঁদের পুত্ররাও তাঁর সাথে যেতেন এবং যে বছর হজে যেতেন না, তখন তিনশত লোককে নিজের খরচে হজ করাতেন।[২]

১. মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ. ১৪৫।
২. আল-কামিল ফিত তারিখ, ৫/৩৫৬।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খলীফা হারুনুর রশীদ কেবল ওলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام-কে সম্মানই করতেন না, বরং সালতানাতের (রাজ্রের) বিষয়াবলী এবং নিজের অন্যান্য দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ের ক্ষেত্রেও আলেম ও ফকীহদের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন, তাঁদের কথাকে চূড়ান্ত মনে করতেন, আখিরাতের মঙ্গলের জন্য তাঁদের কাছে নসীহত চাইতেন, অনেক সময় নসীহত হাসিল করার জন্য ওলামাদের দরজা পর্যন্ত নিজে উপস্থিত হতেন। আর যদি ওলামায়ে কেরাম দরবারে তশরীফ আনতেন, তবে শাহানশাহের শান-শওকত এবং সালতানাতের প্রভাবের পরোয়া না করে তাঁদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। যেমনটি মালফুযাতে আ'লা হযরতে রয়েছে:

ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সম্মান

হারুনুর রশীদের দরবারে যখন কোনো আলেম তশরীফ আনতেন তখন তিনি তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার দরবারীরা আরয করল: "হে আমীরুল মু'মিনীন! সালতানাতের প্রভাব চলে যায়।" উত্তর দিলেন: "যদি ওলামায়ে দ্বীনের সম্মান প্রদর্শনের কারণে সালতানাতের প্রভাব চলে যায়, তবে তা চলে যাওয়ারই যোগ্য।"[১]

একটু ভাবুন! আসলে কারণ কী ছিল যে, হারুনুর রশীদের মতো মহান বাদশাহ ওলামায়ে কেরামের এতটা কদর করতেন...? নিশ্চয়ই এর কারণ এটাই ছিল যে, তিনি ওলামাদের সম্মান ও মর্যাদা এবং সমাজে তাঁদের প্রয়োজন ও গুরুত্বকে বুঝতেন এবং এই ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত ছিলেন যে, এই সতেজ ইসলামের বাগানকে আবাদ রাখতে এই

১. মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ. ১৪৫।

www.dawateislami.net

পবিত্র আত্মাগুলোর কী ভূমিকা রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজও এমন (ভালো স্বভাবের মানুষ বিদ্যমান আছেন যারা ওলামায়ে কেরামের অত্যন্ত সম্মান করেন, বরং আদব হিসেবে তাঁদের জুতো ওঠানোকে নিজের জন্য সম্মানের বিষয় মনে করেন। কিন্তু আফসোস! সমাজে কিছু এমন বদনসীব ও বঞ্চিত লোকও পাওয়া যায়, যারা উম্মতের এই উপকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদেরকে নিজেদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাঁদের উপর অযথা আপত্তি এবং অন্যায়ভাবে দোষারোপ ও নিন্দা করতে দেখা যায়। সুতরাং এটা আবশ্যক যে, দ্বীন- ইসলামের জন্য স্তম্ভ স্বরূপ এই ওলামা শ্রেণীর ফযীলতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিস এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর বাণী থেকে কিছু মাদানী ফুল বর্ণনা করা, যাতে আমাদের অন্তরে ওলামাদের প্রতি ভালোবাসা, মহব্বত এবং কদর ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যারা ওলামাদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত, তাদের অন্তরেও ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর গুরুত্ব ফুটে ওঠে এবং তারাও তাঁদের কদর করতে সফল হয়ে যায়। কারণ তাঁদের কদর ও মর্যাদা চিনে তাঁদের আদব ও ইহতিরাম করা, তাঁদের উপর আপত্তি করা থেকে বেঁচে থাকা এবং দ্বীন ও দুনিয়াবী বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে তাঁদের থেকে নির্দেশনা অর্জন করার মধ্যে উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

দ্বীনের পথ প্রদর্শক

আল্লাহ পাক কুরআন পাকে ইরশাদ করেন:

فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল: ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং হে লোকেরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেসা করো, যদি জ্ঞান না থাকে।

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে লিখেন: "হাদিস শরীফে আছে, অজ্ঞতা নামক রোগের চিকিৎসা হলো ওলামাদের থেকে জিজ্ঞাসা করা।"

আয়াতে কারীমা এবং এর তাফসীর থেকে ওলামাদের সম্মান ও মর্যাদা জানা যায়, কারণ লোকদের মাসআলা-মাসায়েল সমাধান করার জন্য এই মুবারক ব্যক্তিদেরকে সৃষ্টির আশ্রয়স্থল এবং দ্বীনের মহান রাহবার (পথপ্রদর্শক) এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাফসীরের অনেক কিতাবে লেখা আছে যে, এই আয়াতে কারীমায় ইশারা রয়েছে যে, যে মাসআলা জানা নেই, তার জন্য ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দরবারে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।[১] আসুন, নিজেদের অন্তরে ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মহব্বত সৃষ্টি করার জন্য ৭টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করি।

ওলামাদের শানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭টি বাণী

১. আলেম জমিনে আল্লাহ পাকের দলিল ও প্রমাণ। সুতরাং যে আলেমের মধ্যে দোষ বের করলো, সে ধ্বংস হয়ে গেলো।[২]

২. নিঃসন্দেহে জমিনে ওলামাদের উদাহরণ সেই তারকাদের মতো, যাদের দ্বারা জগতের অন্ধকারে পথ নির্দেশনা অর্জন হয়। যখন তারকারা ম্লান হয়ে যায়, তখন সম্ভাবনা থাকে যে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৩]

---

১. রূহুল বয়ান, পারা ১৪, সূরা নাহল,: ৪৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ৫/৩৭।
২. জামে' সগীর, পৃ. ৩৪৯, হাদিস: ৫৬৫৮।
৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৪/৩১৪, হাদিস: ১২৬০০।

www.dawateislami.net

৩. ইলমের সাথে সামান্য আমলও উপকার দেয়, কিন্তু জাহালতের (অজ্ঞতার) সাথে অনেক আমলও উপকার দেয় না।[১]

৪. اَلْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الْإِيْمَانِ ইলম ইসলামের জীবন এবং দ্বীনের স্তম্ভ।[২]

৫. مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكَفَّلَ اللهُ بِرِزْقِهٖ - যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে থাকে, আল্লাহ পাক তার রিযিকের যামিন হয়ে যান।[৩]

৬. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهٖ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ - যে এমন পথে চলে যাতে সে ইলম তালাশ করে, এর কারণে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।[৪]

৭. ওলামায়ে দ্বীন আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর ওয়ারিস। নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দিরহাম ও দীনারের ওয়ারিস বানান না, বরং তাঁরা তো ইলমের ওয়ারিস বানান। সুতরাং যে ইলম অর্জল করল, সে তার অংশ নিয়ে নিল। আর আলেমে দ্বীনের মৃত্যু এমন এক আপদ যার প্রতিকার সম্ভব নয় এবং এমন এক শূন্যতা যা পূরণ করা যায় না (যেন) একটা তারকা ছিল যা ম্লান হয়ে গেছে। এক গোত্রের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যুর তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।[৫]

---

১. জামে' বায়ানুল ইলম, পৃ. ৬৫, হাদিস: ১৯৭।
২. জাম'উল জাওয়ামে', ৫/২০০, হাদিস: ১৪৫১৮।
৩. তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন হিশাম, ৩/৩৯৮।
৪. মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ্ দু'আ...ইত্যাদি, বাব ফযলিল ইজতিমা'...ইত্যাদি, পৃ. ১৪৪৮, হাদিস: ২৬৯৯।
৫. শু'আবুল ঈমান, ২/২৬৩, হাদিস: ১৬৯৯।

www.dawateislami.net

ইলমের ফয়যান ও তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীনের ৪টি বাণী:-

১. শাইখুল ইসলাম, ইমাম বুরহানুল ইসলাম, ইবরাহীম যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "ইলমের এই কারণে মর্যাদা ও মহত্ত্ব অর্জন হয়েছে যে, ইলম তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম, যার কারণে বান্দা আল্লাহ পাকের দরবারে বড়ত্ব) এবং চিরস্থায়ী সৌভাগ্য এর যোগ্য হয়ে যায়।"[১]

২. কোটি কোটি হানাফীদের পথপ্রদর্শক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِকে কেউ প্রশ্ন করলো যে, আপনি এই উচ্চ মাকামে কিভাবে পৌঁছালেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করলেন: "আমি (নিজের ইলম দ্বারা) অন্যদের উপকার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কৃপণতা করিনি এবং অন্যদের থেকে জ্ঞানার্জন করার (শিখার) ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করিনি।"[২]

৩. আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ইরশাদ হলো: "صُوْفِي بِلَا عِلْمٍ مَسْخَرَةُ شَيْطَان اَسْت" অর্থাৎ ইলমহীন সূফী শয়তানের উপহাসের পাত্র।[৩]

৪. আ'লা হযরত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: "ইলমহীন মুজাহিদদেরকে শয়তান আঙ্গুলে নাচায়, মুখে লাগাম, নাকে দড়ি পরিয়ে যেদিকে চায় সেদিকে টেনে নিয়ে বেড়ায়।"[৪] আরও ইরশাদ করেন: প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিটি মুহূর্তে "ওলামায়ে শরীয়তের প্রয়োজন রয়েছে।"[৫]

---

১. তা'লীমুল মুতা'আল্লিম তরীকাতুত তা'আল্লুম, পৃ. ৬।
২. দুররে মুখতার, ১/১২৭।
৩. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/১৩২।
৪. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২১/৫২৮।
৫. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২১/৫৩৫।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আম্বিয়াদের ওয়ারিস, কারণ এই হযরতগণ আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উত্তরাধিকারী অর্থাৎ ইলমে দ্বীন অর্জন করেন এবং এর মাধ্যমে লোকদের পথপ্রদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকাল হয়তো কোনো পরিকল্পিত চক্রান্তের কারণে উম্মতের মাহবুব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা মুসলমানদের অন্তর ও মস্তিষ্ক থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর শানে মুখ খোলা হচ্ছে, তাঁর উপর আপত্তি এবং দোষারোপ ও সমালোচনার জন্য উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বরং এখন তো مَعَاذَ الله ওলামাদের অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার পালা এসে পড়েছে, যা ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে। এভাবে যে ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সাথে বেয়াদবী) করবে, সে তাঁদের সৎসঙ্গ ও ফয়েয থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর যখন এই দুটি জিনিস নসীব হবে না, তখন শরয়ী পথনির্দেশনা পাওয়াও অসম্ভব। সুতরাং আমলহীনতার কারণে এমন লোকদের কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াও একদমই সম্ভব।

আ'লা হযরত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "জাহিল (অজ্ঞ) ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে নিজের ইবাদতে শত শত গুনাহ করে ফেলে এবং মুসীবত এই যে, সেগুলোকে গুনাহও মনে করে না। আর আলেম দ্বীন নিজের গুনাহে ভয় ও অনুশোচনার সেই অংশ রাখেন যে, (আল্লাহ পাক তাকে শীঘ্রই মুক্তি দান করবেন।"[১] আরেক স্থানে বর্ণনা করেন: "এসব (আলেমের) ভুল ধরা এবং তার উপর অভিযোগ করা হারাম। আর এর কারণে দ্বীনের পথপ্রদর্শক থেকে সরে যাওয়া এবং

১. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৬৮৭।

www.dawateislami.net

মাসআলায় (মাসআলার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন) নেওয়া ছেড়ে দেওয়া তার হকের মধ্যে বিষতুল্য।”[১]

চিন্তার মুহূর্ত!

একটু ভাবুন! আন্তরিকতার সাথে চিন্তা করুন!! যে পবিত্র ব্যক্তিগণ আমাদেরকে কুরআন ও হাদিসের অর্থ ও মর্ম বোঝান..., নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের পদ্ধতি শেখান..., সেই ইবাদতে ভুল হয়ে গেলে তার সমাধান প্রদান করেন' মা-বাবার আদব ও সম্মান এবং আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ মুসলমানের - হকসমূহ (অধিকার) শেখান, আমাদের মধ্যে মৃত্যু হলে দাফন-কাফনের মাসআলা সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেন এবং মৃতের পরিত্যক্ত মাল শরীয়ত অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করেন..., স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ হলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করান..., আমাদের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক জটিলতা সমাধান করেন এবং এছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য পর্যায়ে আমাদের সাথে (কল্যাণ কামনা) করে আমাদেরকে আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচার উপায় বলে দেন, আমরা কি আমাদের সেই উপকারী ব্যক্তিদের শুকরিয়া আদায় করার এবং তাঁদের আদব করার পরিবর্তে তাঁদের طعن و تنقید নিন্দা ও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিজেদের আখিরাতকে ঝুঁকির মুখে ফেলবো? মনে রাখবেন! কারো অনুগ্রহ ও উপকারের প্রতিদান হিসেবে তার শুকরিয়া আদায় না করা বড় বঞ্চনার বিষয়, যেখানে শুকরিয়া আদায় করা ইহসানের প্রতিদান পরিশোধ করার মতো। আসুন, প্রিয়জনদের শুকরিয়া আদায় করার বিষয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী শুনি।

১. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৭১১।

www.dawateislami.net

শুকরিয়া সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী

১. مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ - যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ পাকেরও শুকরিয়া আদায়কারী নয়।[১]

২. যে তোমার সাথে উপকার করে, তার প্রতিদান দিয়ে দাও। আর যদি (প্রতিদান দেওয়ার জিনিস) না পাও, তবে তার জন্য দোয়া করো, যতক্ষণ না তোমার (শ্বস্তি হয় যে, তুমি তার (ইহসানের) প্রতিদান দিয়ে দিয়েছো।[২]

দুনিয়াবী পরোপকারীর তো শুকরিয়া কিন্তু...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কী পরিমাণ আফসোসের বিষয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি আমাদেরকে দুনিয়াবী আইন সম্পর্কে অবহিত করে বা কোনো বিপদ থেকে সতর্ক করে, তবে আমরা শুধু তার কথাই মানি না, বরং তার শুকরিয়াও আদায় করি। কিন্তু একজন আলেমেদ্বীন ও মুফতীয়ে ইসলাম আমাদের শরয়ী পথপ্রদর্শন করলে আমরা শরীয়তের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেই আলেমে দ্বীনের উপর আপত্তি করতে শুরু করি। অথচ আলেমেদ্বীন এই কথার বেশি হকদার যে, তাঁর কথা মানা হোক, কারণ যে ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছে যে, আপনি ভুল পথে (wrong way) চলে গেছেন বা যেদিকে আপনি যাচ্ছেন সেখানে পরিস্থিতি ঠিক নয়, সে তো শুধু আমাদেরকে দুনিয়াবী পেরেশানি থেকে বাঁচাচ্ছে। যেখানে আলেমেদ্বীন ও মুফতীয়ে ইসলাম আমাদেরকে আখিরাতের কষ্ট এবং জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচার সতর্কতা প্রদান করেছেন। সুতরাং আমাদের

১. তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৮৪, হাদিস: ১৯৬২।
২. নাসায়ী, কিতাবুয যাকাত, ৪২২, হাদিস: ২৫৬৪।

www.dawateislami.net

উচিত তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং কখনোই তাঁদের শানে (অতিরঞ্জিত কথা) বা তাঁদের কথা ও কাজের উপর আপত্তি না করা।

আ'লা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া শরীফে' একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রসঙ্গক্রমে ওলামাদের বিষয়ে সাধারণের জন্য এবং সাধারণের বিষয়ে ওলামাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। আসুন, আপনিও লক্ষ্য করুন।

ওলামা সম্পর্কিত একটি ফাতাওয়া

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন এই মাসআলায় কী বলেন যে, যদি কোনো আলেম বা অন্য কোনো ব্যক্তি মসজিদে ঘুমায় এবং মসজিদের ভেতরে বালিশে হেলান দেয় এবং এক দলের সাথে মসজিদে খাবার খায় এবং থুতু ফেলার পাত্র (পিকদানি) মসজিদে রাখে এবং ঘোড়ার যীন ও অন্যান্য জিনিস মসজিদে রাখে, এসব শরীয়ত অনুযায়ী সঠিক কিনা? بَيِّنُوا تُؤْجَرُوا (বর্ণনা করুন, প্রতিদান পাবেন)। একসাথে খেতে পারবে। তবে এটা আবশ্যক যে, কোনো ঝোল বা দুধ ইত্যাদির ছিটা যেন মসজিদে না পড়ে। আর ইতিকাফ অবস্থা ছাড়া মসজিদে ঘুমানো বা খাওয়া উভয়ই মাকরূহ, বিশেষ করে একটি দলের সাথে, কারণ তাতে মাকরূহ কাজে অন্যদেরকেও লিপ্ত করা হয়। আলমগীরীতে আছে: يُكْرَهُ النَّوْمُ وَالْأَكْلُ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ[১] অর্থাৎ ইতিকাফকারী ছাড়া অন্যদের জন্য মসজিদে ঘুমানো এবং খাওয়া মাকরূহ।। হেলান দেয়ার জন্য বালিশ রাখা যদি অহংকারবশত হয়, তবে তা মসজিদের বাইরেও হারাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, ৫/৩২১।

www.dawateislami.net

أَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

(পারা ২৪, সূরা যুমার: ৬০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নাম মধ্যে নয়?

আর যদি অহংকারবশত না হয়, অন্য কেউ তার জন্য রেখে দিয়েছে তার খাতিরে, এই এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে যে, আমীরুল মু'মিনীন মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ[১] অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদাকে গাধা ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করে না। হেলান দিয়ে বসা, এটাও মসজিদে হওয়া উচিত নয়, কারণ এটা মসজিদের আদবের (পরিপন্থী)।

হ্যাঁ! দুর্বলতা বা ব্যথার কারণে অপারগ হলে বা অক্ষম হলে পারবে। থুতু ফেলার পাত্র যদি থুতুর জন্য রাখা হয়, তবে ইতিকাফকারী ছাড়া অন্যদের জন্য মসজিদে পান খাওয়াও স্বয়ং মাকরূহ। আর যদি কাশি হয়, কফ বারবার আসে, এই উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। আর ঘোড়ার যীন ইত্যাদি জিনিসপত্রও শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে রাখা উচিত নয়, মসজিদকে ঘরের মতো বানানো উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا" - মসজিদ এসব কাজের জন্য বানানো হয়নি।[২] বিশেষ করে যদি এমন জিনিস রাখা হয় যা দ্বারা নামাযের জায়গা রুদ্ধ হয়, তবে তা (কঠিনভাবে নাজায়িয ও গুনাহ। আল্লাহ পাক বলেন):

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহর

১. ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৪৯, হাদিস: ৭৯৮০।
২. মুসলিম, পৃ. ২৮৪, হাদিস: ৫৬৮।

www.dawateislami.net

يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ
(পারা ১, সূরা বাকারা: ১১৪)

মসজিদগুলোতে বাধা দেয় সেগুলোতে আল্লাহর নামের চর্চা হওয়া থেকে।

জনগণের জন্য উপদেশমূলক মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পর্যন্ত তো আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্ত কথার বিভিন্ন অবস্থা এবং বিধান বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু যেহেতু প্রশ্নে আলেমেরও উল্লেখ ছিল, তাই জনসাধারণকে ওলামায়ে কেরামের উপর আপত্তি করা থেকে বাঁচানোর পবিত্র স্পৃহা সৃষ্টিকারী নেকীর দাওয়াত কিছুটা এভাবে দিয়েছেন:

এই সমস্ত বিধান সত্ত্বেও এটাও মনে রাখা ফরয যে, প্রকৃতপক্ষে আলেমে দ্বীন, যিনি হেদায়াতের পথপ্রদর্শক, সুন্নী ও সহীহ আকিদার অধিকারী, জনগণের তার উপর আপত্তি করা, তার কাজে খুঁত বা ভুল ধরা, তার দোষ অন্বেষণ করা হারাম, হারাম, হারাম এবং কঠোর বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের কারণ। প্রথমত, নিয়তের পার্থক্যের কারণে লক্ষ লক্ষ মাসআলা ও আহকাম মুতাবাদ্দাল (পরিবর্তিত) হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" (আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে)।[১] নিয়তের জ্ঞান এক বিশাল ও ব্যাপক জ্ঞান, যা কেবল বিশেষজ্ঞ ওলামারাই জানেন। সাধারণ জনগণ বেচারা পার্থক্যের বিষয়ে অবগত না হয়ে তাদের (ওলামাদের) কাজগুলোকে নিজেদের কাজের উপর কিয়াস (অনুমান) করে এবং হুকুম দিয়ে দেয়। কাজেই তারা "নেককারদের কাজকে নিজের উপর কিয়াস করো না" - এই কথার পাত্র

১. বুখারী, ১/৫, হাদিস: ১।

www.dawateislami.net

হয় (তাদেরকে এ কথা বলাই উপযুক্ত যে, ভালো মানুষদের কাজকে নিজের উপর কিয়াস করো না)। এই মাসআলাতেই দেখুন, শরীয়তে ইতিকাফের জন্য না রোযা শর্ত, না কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বাধ্যবাধকতা। তাই মুস্তাহাব হলো, ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন ইতিকাফের নিয়ত করে নেবে। যতক্ষণ মসজিদে থাকবে, ইতিকাফের সাওয়াবও পাবে। আলেমগণ ইতিকাফের নিয়তেই মসজিদে প্রবেশ করেন। আর এখন তাদের জন্য ঘুমানো, খাওয়া, পিক দানি, থুথু ফেলার পাত্র রাখা জায়েয হবে। সুতরাং জাহেল (অজ্ঞ) ব্যক্তির সুন্নী আলেমের উপর আপত্তি করার অধিকার নেই।" রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদিসে আমলহীন আলেমের উদাহরণ মোমবাতির সাথে দেওয়া হয়েছে, যে নিজে জ্বলে এবং তোমাকে আলো ও উপকার পৌঁছায়।[১] আহমক (বোকা) সেই, যে তার জ্বলার কারণে তাকে নিভিয়ে দিতে চায়; এতে সে নিজেই অন্ধকারে থেকে যাবে।[২]

দুই রাকাত ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম

একইভাবে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযভী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিশেষভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্তদের এবং সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানকে মাঝেমাঝে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সম্মান করার এবং তাদের উপর আপত্তি করা থেকে বিরত

১. মু'জামুল কাবীর, ২/১৬৬, হাদিস: ১৬৮১।
২. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৮/৯৭।

www.dawateislami.net

থাকার মন-মানসিকতা দিয়ে থাকেন। যেমন তিনি বলেন: ইসলামে হক্কানী ওলামাদের অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে এবং তারা ইলমে দ্বীনের কারণে সাধারণ জনগণের চেয়ে উত্তম হন। গায়রে-আলেমের তুলনায় আলেম ইবাদতের সওয়াবও বেশি পান। যেমন হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত রয়েছে: আলেমের দুই রাকাত গায়রে-আলেমের সত্তর রাকাতের চেয়ে উত্তম।"[১] সুতরাং দাওয়াতে ইসলামীর সকল অনুসারী, বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেন ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে কখনোই সংঘাতে না জড়ায়, তাদের আদব ও সম্মানে কোনো ত্রুটি না করে, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের অবমাননা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে। শরয়ী অনুমতি ছাড়া তাদের চরিত্র ও আমলের উপর সমালোচনা করে গীবতের মতো কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ যেন না করে।[২]

আলেমের গীবতকারী রহমত থেকে নিরাশ

আফসোস! আজকাল مَعَاذَ اللّٰہ ওলামাদের প্রচুর গীবত করা হয়। তাই শয়তান যদি কোনো আলেমে দ্বীনের গীবতের জন্য উসকানি দেয়, তবে হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস কবীর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই বাণী স্মরণ করে নিজেকে ভয় দেখান: "যে কোনো ফকীহ (আলেমের গীবত করলো, কিয়ামতের দিন তার চেহারায় লেখা থাকবে 'এই ব্যক্তি আল্লাহ مَعَاذَ اللّٰہ রহমত থেকে নিরাশ'।[৩] "

১. জামে' সগীর, পৃ. ২৭৪, হাদিস: ৪৪৭৬।
২. দাওয়াতে ইসলামীর পরিচিতি, পৃ. ৪৯।
৩. মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ. ৮১।

www.dawateislami.net

سارے سُنّی عالموں سے تو بنا کر رکھ سدا
کر ادب ہر ایک کا ہو نا نہ تُو ان سے جدا

ওলামাদের অপমানের লজ্জাজনক পদ্ধতি

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: আজকাল কিছু লোক কথায় কথায় ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অপমানজনক কথা বলে দেয়। যেমন বলে: "ভাই, একটু সাবধানে থেকো, ইনি 'আল্লামা সাহেব'!", "ওলামারা লোভী হন!", "আমাদের সাথে হিংসা করেন!", "আমাদের কারণে এখন তাদের কোনো দাম নেই!", "ছাড়ো ছাড়ো! এ তো মৌলভী!" (مَعَاذَ الله, কিছু লোক আলেমদেরকে অবজ্ঞার সাথে বলে দেয়) "এই মোল্লারা!", "ওলামারা (مَعَاذَ الله) সুন্নীয়াতের কোনো কাজই করেনি!" (মাঝে মাঝে কোনো মুবাল্লিগের বয়ান শুনে পছন্দ হওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে مَعَاذَ الله বলে দেয়) "অমুকের বলার ভঙ্গি তো মৌলভীদের মতো" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলেমের অপমান কখন কুফর এবং কখন নয়?

আলেমের অপমানের তিনটি অবস্থা এবং সেগুলোর শরয়ী হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া' খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ১২৯-এ বলেন: (১) যদি আলেমে দ্বীনকে এই কারণে খারাপ বলে যে তিনি আলেম, তবে সে স্পষ্ট কাফের। (২) যদি ইলমের কারণে তাঁর সম্মান করা ফরয জানে, কিন্তু নিজের কোনো দুনিয়াবী শত্রুতার কারণে খারাপ বলে, গালি দেয় এবং অপমান করে, তবে সে জঘন্য ফাসিক ও ফাজির। এবং

www.dawateislami.net

(৩) যদি অকারণে (বিনা কারণে) বিদ্বেষ রাখে, তবে সে مَرِيضُ الْقَلْبِ وَخَبِيثُ الْبَاطِن (অন্তরের রোগ ও অপবিত্র আত্মার অধিকারী) এবং তার (বিনা কারণে বিদ্বেষ পোষণকারীর) কুফরের আশঙ্কা রয়েছে। খুলাসাতুল ফাতাওয়াতে রয়েছে: مَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ (অর্থাৎ যে কোনো বাহ্যিক কারণ ছাড়া আলেমে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তার উপর কুফরের ভয় রয়েছে)। (কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ. ৩৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রত্যেকের ওলামাদের অপমান থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যদি مَعَاذَ الله কেউ অতীতে নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে আলেমের ইলমে দ্বীনের কারণে অপমান করে থাকে, তবে সে তওবা ও তাজদীদে ঈমান (ঈমান নবায়ন) করবে। আর যদি বিবাহিত হয়, তবে তাজদীদে নিকাহ (নিকাহ নবায়ন) এবং কারো মুরীদ হলে তাজদীদে বায়'আতও (বায়'আত নবায়ন) করবে। আসুন, ঈমান হেফাযতের জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব 'কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব' থেকে শরীয়ত এবং ওলামায়ে দ্বীনের অবমাননাকর কিছু কুফরী কালামের উদাহরণ লক্ষ্য করুন।

ওলামায়ে দ্বীনের অপমানের উদাহরণ

১. এই কথা বলা: "আমি শরীয়ত-ওরীয়ত জানি না" বা বলা: "আমি শরীয়ত দিয়ে কী করব," দুটোই কুফরী।

২. যে বলে: "ওলামারা যা ইলম শেখান, তা শুধু কিচ্ছা-কাহিনী" বা "শুধু খাহেশাত (নফসের ইচ্ছা)" বা "শুধু ধোঁকা" বা বলা: "আমি হীলার (কৌশলের) ইলম অস্বীকারকারী," এই সবই কুফরী কালাম।

www.dawateislami.net

৩. যে অপমানের নিয়তে কোনো হক্কানী আলেমের সঠিক ফতোয়া মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল বা বললো: "শরীয়ত কী!", দুটোই কুফর।[১]

৪. "মৌলভীরা কী জানে" -এই কথা বলা কুফর, যখন ওলামাদের অপমান উদ্দেশ্য হয়।

৫. "আল্লাহ مَعَاذَ الله দ্বীনকে সহজ করে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মৌলভীরা তা কঠিন করে দিয়েছে" -এটি ওলামাদের অপমানের কারণে কুফরী বাক্য। কারণ ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: اَلْاِسْتِخْفَافُ بِالْاَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ (অর্থাৎ, সম্ভ্রান্ত সৈয়্যদজাদা এবং ওলামাদের অবমাননা তাদেরকে নীচু মনে করা) কুফরী)।

৬. "যত মৌলভী আছে সব বদমাশ" -এই কথা বলা কুফরী, যখন ইলমে দ্বীনের কারণে ওলামায়ে কেরামের অপমানের নিয়তে বলা হয়।

৭. এই কথা বলা: "আলেম লোকেরা দ্বীন নষ্ট করে দিয়েছে," - এটি কুফরী বাক্য।

৮. এই কথা বলা কুফর যে, "মৌলভীরা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।"

৯. যে বলে: "ইলমে দ্বীন দিয়ে কী করব! পকেটে টাকা থাকা উচিত," - এই কথা যে বলেছে তার উপর কুফরের হুকুম।

১০. কেউ আলেমকে বললো: "যাও, ইলমে দ্বীনকে কোনো পাত্রে সামলে রাখো," -এটি কুফরী।

মনে রাখবেন! কেবল ওলামায়ে আহলে সুন্নাতেরই সম্মান করা হবে। আর যারা বদ-মাযহাব আলেম, তাদের ছায়া থেকেও দূরে থাকুন।

১. কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ. ৩৪০-৩৪১।

www.dawateislami.net

কারণ তাদের সম্মান করা হারাম, তাদের বয়ান শোনা, তাদের কিতাব পড়া এবং তাদের সঙ্গ অবলম্বন করা হারাম এবং ঈমানের জন্য মারাত্মক বিষের মতো।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে কিছু লোক مَعَاذَ الله এতদূর পর্যন্ত বলতে শোনা যায় যে, "মৌলভীদের তো কুফরের ফতোয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই নেই।" এমন লোকদের সংশোধনের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রশ্নোত্তর আকারে কিছু মাদানী ফুল (মূল্যবান কথা) প্রদান করেছেন। যেমন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠার কিতাব কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব-এর ৬৫৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে:

যখনই দেখি, কুফরের ফতোয়া দাগিয়ে দেয়!

প্রশ্ন: যদি কেউ এই কিতাব "কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" পড়ার পর এভাবে বলে যে, "মৌলভীদের তো কুফরের ফতোয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই নেই, যখনই দেখি কুফরের ফতোয়া দাগিয়ে দেয়!", এমন ব্যক্তির জন্য কিছু মাদানী ফুল (মূল্যবান উপদেশ) দিন।

উত্তর: এই ধরনের মনোভাবের প্রকাশ নিঃসন্দেহে দ্বীন থেকে দূরত্বের ফল। এই দূরত্বই কিছু লোককে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তারা ওলামায়ে দ্বীনের হাকীকত (বাস্তবতা) বোঝে না। তাদের এতটুকু অনুভূতিও নেই যে, পরিশেষে তারা কোন মহান ব্যক্তিদের সম্মান ও

১. কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৩৫৪-৩৫৯।

www.dawateislami.net

মর্যাদার উপর আক্রমণ করছে? কাদের বিরুদ্ধে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করছে? তাদের বিরুদ্ধে, যাদের দ্বীনের মধ্যে স্তম্ভের মর্যাদা রয়েছে, যারা দ্বীনের রক্ষক। নিঃসন্দেহে, ওলামায়ে দ্বীন অনেক বড় শানের অধিকারী। তাঁদের বিরোধিতা ধ্বংসের কারণ এবং তাঁদের আনুগত্য উভয় জাহানের জন্য সৌভাগ্যের কারণ। যেমন পারা ৫, সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

(পারা ৫, সূরা নিসা: ৫৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

ওলামাদের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্য

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন: "চাই তারা দ্বীনী শাসক হোক, যেমন আলেম, মুর্শিদে কামিল, ফকীহ, মুজতাহিদ অথবা দুনিয়াবী শাসক হোক, যেমন ইসলামী সুলতান এবং ইসলামী আদেশদাতা। কিন্তু দ্বীনী আদেশদাতাদের আনুগত্য দুনিয়াবী আদেশ দাতাদের উপরও ওয়াজিব হবে। তবে উভয়ের আনুগত্যের ক্ষেত্রে এই শর্ত রয়েছে যে, তারা যেন নস (কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল)-এর বিরুদ্ধে হুকুম না দেয়, অন্যথায় তাদের আনুগত্য করা যাবে না।" তিনি আরও বলেন: ফকীহদের দিকে প্রত্যাবর্তন করাও রাসূলেরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ ফকীহগণ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই হুকুম শোনান। যেমন

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য আল্লাহ পাকের আনুগত্য, তেমনি আলেমে দ্বীনের আনুগত্য রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই আনুগত্য।"[১]

প্রশ্নে উল্লিখিত আপত্তিতে কোনো (নির্দিষ্ট কারণ) ছাড়া সাধারণভাবে এই কথা বলা হয়েছে যে, "মৌলভীদের তো কুফরের ফতোয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই নেই..." ইত্যাদি। مَعَاذَ الله, এই বাক্যটি অত্যন্ত কঠোর। এতে ওলামায়ে দ্বীনের অপমানের দিকটি স্পষ্ট। বরং যদি ওলামায়ে দ্বীনের অপমানই উদ্দেশ্য হয়, তবে তা স্পষ্ট কুফরী ও ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ)। রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হলো: "তিন ব্যক্তির হককে হালকা জানবে কেবল মুনাফিক কিংবা স্পষ্ট মুনাফিক: (১) সে, যে ইসলামে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে, (২) ইলমওয়ালা (জ্ঞানী), (৩) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।"[২]

ওলামায়ে দ্বীনের অপমান গুরুতর অপরাধ

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া শরীফ', খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৬৪৯-এ ওলামায়ে দ্বীনের অপমান করার বিষয়ে বলেন: "কঠোর হারাম, কঠিন গুনাহ, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। সুন্নী, সহীহুল আকিদা আলেমে দ্বীন, যিনি মানুষকে হকের দিকে ডাকেন এবং হক কথা বলেন, তিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর নায়েব (প্রতিনিধি)। তাঁর অপমান مَعَاذَ الله মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপমান। এবং মুহাম্মদ

১. নূরুল ইরফান, পৃ. ১৩৭।
২. মু'জামু কাবীর, ৮/২০২, হাদিস: ৭৮১৯।

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবি আল্লাহর লা'নত এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাবের কারণ।"[১]

শয়তান মানুষকে আলেমদের থেকে কেন দূরে সরিয়ে দেয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তান মানুষের অন্তর থেকে ওলামায়ে দ্বীনের কদর মুছে ফেলতে চায়, যাতে ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো বিষয়কে আল্লাহ পাক এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানি ও পাপ বলে ঘোষণা দেন, তখন লোকেরা যেন তাদের নসীহতে কান না দেয় এবং নির্ভয়ে শয়তানী কাজে লিপ্ত থাকে। সত্যিই এটা বড় নাজুক বিষয়। দুর্ভাগ্যবশত, আজ ঈমানের সুরক্ষার চিন্তায় কমতি এবং জবানের অসতর্কতা বেড়ে চলেছে, যার ফলে আল্লাহ পাকের দরবারে বেয়াদবি, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবি এবং দ্বীনের জরুরিয়াত (অপরিহার্য বিষয়) অস্বীকার করার মতো বিভিন্ন ধরনের কুফরী কথা দৈনন্দিন কথোপকথনে বলা হয়। আর যখন ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে শরয়ে মতীন কোনো কথার উপর কোনো শরয়ী হুকুম বয়ান করেন, তখন مَعَاذَ الله বলা হয়, "জনাব, এদের তো যখনই দেখো হুকুম দিতে থাকে।

মনে রাখবেন! যেমন প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাজ্যের কিছু আইন থাকে, যার উদ্দেশ্য হলো অপরাধ দমন করা, একারণেই আইন ভঙ্গ করা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং লঙ্ঘনকারীর জন্য শাস্তির বিধান থাকে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি আইনের রক্ষক কোনো দায়িত্বশীলের উপর আপত্তি করে বলে যে, "এ তো যখনই দেখো শাস্তি শোনাতে থাকে," তবে নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তিকে লোকেরা বোকা বলবে এবং তাকে এটাই

১. ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/ ৬৪৯।

www.dawateislami.net

বলবে যে, তাকে খারাপ বলো না! বরং অপরাধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলো, কারণ শাস্তি শোনানোর মধ্যে এই দায়িত্বশীলের কোনো দোষ নেই; অপরাধ হয় বলেই সে এই রায় শোনায়। যদি অপরাধই শেষ হয়ে যায়, তবে শাস্তির রায়ও শেষ হয়ে যাবে। একইভাবে, ইসলামও তার অনুসারীদের দুনিয়া ও আখেরাত উন্নত করার জন্য কিছু উসূল (নীতি) ও (আইন) নির্ধারণ করেছে এবং এরও কিছু (রক্ষক) ও দায়িত্বশীল আছেন, যারা লঙ্ঘনকারীদের উপর শরয়ী হুকুম জারি করেন। যদি কেউ চায় যে, তার উপর হুকুম অর্পন বন্ধ হয়ে যাক, তবে সে শরীয়তের লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকুক, ওলামাদেরকে মন্দ বলে নিজের আখেরাত বরবাদ না করুক।

ওলামা ছাড়া ইসলামের ব্যবস্থা চলতে পারে না

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "ওলামায়ে ইসলামের কাজ তো আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল, শাহানশাহে আম্বিয়া কেরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পয়গামকে সঠিক উপায়ে প্রচার করা। ওলামায়ে দ্বীন তো শরীয়তের আইনের রক্ষক। ওলামায়ে কেরাম তো দ্বীনে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম, কুফর বা ইসলাম সাব্যস্থ করতে বাধ্য। তারা নিজের থেকে কিছুই বলেন না, এটাই তাদের দায়িত্ব। নিশ্চয়ই ওলামায়ে দ্বীনেরই বরকত, প্রচেষ্টা, ইলমী সাধনা এবং তাবলীগের মেহনতের ফলেই ইসলামের বাগান বসন্তময়। হক্কানী ওলামাদের বদৌলতেই ইসলামের বাগান সদা প্রস্ফুটিত। যদি ওলামারাই শেষ হয়ে যান, তবে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত কে দেবে? কাফিরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তির চুপ করিয়ে দেওয়ার

www.dawateislami.net

মতো জবাব কীভাবে দেওয়া যাবে? সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলামের আরকান (রুকন) শেখানোর ব্যবস্থা কীভাবে হবে? তাদেরকে কুরআন ও হাদিসের রহস্য সম্পর্কে কে পরিচিত করাবে?"

জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক বে-নিয়াযী (অমুখাপেক্ষিতা) এবং তাঁর গোপন তাদবীর (কৌশল) থেকে প্রত্যেক মুসলমানের ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। কে জানে কোন নাফরমানি আল্লাহ পাকের কহর ও গযবকে স্বাগত জানাবে এবং ঈমানের জন্য বিপদ সৃষ্টি করে ফেলবে। সব সময় শুধু নিজের রবের সামনে নম্রতা প্রকাশ করতে থাকুন। জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, কারণ বেশি কথা বলার কারণেও অনেক সময় মুখ থেকে কুফরী কালাম বের হয়ে যায় এবং বুঝতেও পারা যায় না। সব সময় ঈমান হেফাযতের চিন্তা করা আবশ্যক।

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাণী হলো: ওলামায়ে কেরাম বলেন, "যার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় নেই, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"[১]

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ঈমান হেফাযতের চিন্তা নসীব করুক এবং ওলামাদের আদব করার তৌফিক দান করুক।

১. মালফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ. ৪৯৫।

www.dawateislami.net

ওলামাদের জন্য মাদানী ফুল (মূল্যবান উপদেশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওলামাদের হকের বিষয়ে জনসাধারণকে যে মাদানী ফুল দান করেছেন, সেগুলো এবং এর অধীনে কিছু কথা আপনারা লক্ষ্য করেছেন। আরও, সেই ফতোওয়াতেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাধারণের কল্যাণকামনা করতে গিয়ে তাদের হকের বিষয়ে ওলামাদের জন্যও কিছু মাদানী ফুল দান করেছেন। যেমন তিনি বলেন: "ওলামাদের উচিত, যদিও নিজেরা সহীহ নিয়ত রাখেন, তবুও সাধারণের সামনে এমন কাজ না করা, যা দেখে তাদের মনে পেরেশানী আসে। কারণ এর মধ্যে দুটি ফিতনা রয়েছে: (১) যারা ' বিশ্বাসী নয়, তাদের আপত্তি করা, গীবতের মুসিবতে পড়া, আলেমের ফয়েয (আধ্যাত্মিক কল্যাণ) থেকে বঞ্চিত থাকা। (২) আর যারা বিশ্বাসী তাদের সেই কাজকে দলিল বানিয়ে ইলম ছাড়া নিজে সেই কাজে লিপ্ত হওয়া। আলেম 'ফিরকায়ে মালামাতিয়া' (যারা নিন্দিত হয়) থেকে নয় যে, সাধারণকে ঘৃণা সৃষ্টি করানোর মধ্যে তার উপকার হবে, (বরং) তিনি হেদায়াতের মসনদে আসীন; জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করানোর মধ্যেই তার লাভ।"

(বি:দ্র: ফিরকায়ে মালামাতিয়া বলতে এমন ওলীদেরকে বোঝানো হয় যাদের দ্বারা এমন কাজ ঘটে যা জনসাধারণের কাছে ভালো মনে হয় না অথচ তারা আল্লাহর নেক বান্দা হয়ে থাকেন)

হাদিসে পাকে রয়েছে: "আল্লাহ প্যাকের উপর ঈমানের পর সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের সাথে ভালোবাসা রাখা।"[১]

১. শু'য়াবুল ঈমান, ৬/২৫৫, হাদিস: ৮০৬১।

www.dawateislami.net

অন্য সহীহ হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا" (অর্থাৎ সুসংবাদ শোনাও এবং (মানুষকে) ঘৃণা সৃষ্টি করো না)।[১]

ইহ্ইয়ানান (মাঝে মাঝে) যদি এমন কাজের প্রয়োজন হয়, তবে ঘোষণার সাথে নিজের নিয়ত এবং শরীয়তের মাসআলা জনসাধারণকে জানিয়ে দিন। আল্লাহ পাক ভালো জানেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জনসাধারণের কতটা কল্যাণ কামনা করেছেন যে, আলেমকে জানসাধারণের সামনে এমন কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা দেখে যারা বিশ্বাসী নয় তারা বদ-গুমানী (খারাপ ধারণা), দোষ অন্বেষণ এবং গীবত ইত্যাদি হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর যারা বিশ্বাসী তারা বিশ্বাসের কারণে সেই কাজে আলেমের অনুসরণ করবে, কিন্তু যেহেতু তারা আলেমের নিয়ত সম্পর্কে অবগত নয়, তাই তাদের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এইভাবে একজন মুসলমানকে সম্ভাব্য গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য ওলামাদেরকে তাদের সামনে ইহতিয়াত (সতর্কতা) অবলম্বন করার নসীহত করেছেন, যার মধ্যে নিঃসন্দেহে জনসাধারণের কল্যাণ কামনা রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই বিষয়গুলোর অনেক খেয়াল রাখেন। একারণেই তিনি সুযোগমতো শুধু নিজের মুরীদ ও মুহিব্বীনদেরকে বিভিন্ন কাজের নিয়ত

১. বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪২, হাদিস: ৬৯।
২. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৮/৯৮।

www.dawateislami.net

শেখাতে এবং করাতেই থাকতেন না, বরং অনেক সময় নিজে কোনো কাজ করার আগেও তাদের সামনে নিজের নিয়ত প্রকাশ করে দেন, যাতে তাদেরকে ভালো ভালো নিয়তের তথ্য দেওয়ার সাথে সাথে মনে সৃষ্টি হতে পারা সম্ভাব্য সংশয় থেকেও বাঁচানো যায়। যেমন:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আমল

একবার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিছু ইসলামী ভাইদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি নিজের কাছে রাখা পানির বোতল থেকে গ্লাসে পানি নিলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। যেহেতু অন্যান্য ইসলামী ভাইয়েরাও উপস্থিত ছিলেন, তাই সম্ভাব্য কুমন্ত্রণার বিবেচনায় আমীরে আহলে সুন্নাত পানি পান করার আগে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন: "এটি যমযম শরীফ, তাই দাঁড়িয়ে পান করছি।" তারপর পানি পান করলেন।

সুধারণা অবলম্বন করুন!

মনে রাখবেন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই কর্মপদ্ধতি, যে তিনি জনসাধারণকে কুমন্ত্রনা থেকে বাঁচান, তা প্রত্যেক আলেম, পীর বা এমন ব্যক্তির দায়িত্বের দাবি, যাদের মানুষ অনুসরণ করে। কিন্তু মানুষের উপরও আবশ্যক যে, এমন মহান ব্যক্তিদের বিষয়ে সন্দেহ বা মন্দ ধারণাতে না পড়ে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরীদকে নিজের পীরের ব্যাপারে সুধারণা রাখার তাকীদ করতে গিয়ে বলেন: "তার (পীরের) যে কথা নিজের দৃষ্টিতে শরীয়তের পরিপন্থী বরং مَعَاذَ الله কবীরা (গুনাহ) বলে মনে হয়, তার উপরও আপত্তি করবে না, মনে মন্দ

www.dawateislami.net

ধারণাকেও জায়গা দেবে না, বরং! বিশ্বাস রাখবে যে, আমার বোঝার ভুল হয়েছে।”[১]

محفوظ سدا رکھنا شہا بے ادبوں سے
اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی کوئی بے ادبی ہو

আল্লাহ পাক আমাদের করুণ অবস্থার উপর দয়া করুন, আমাদের অন্তরে তাঁর, আপন প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এবং ওলামা ও মাশায়েখে আহলে সুন্নাতের মুহাব্বত দান করুক এবং ঈমানের উপর মৃত্যু নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সৎসঙ্গের প্রভাব

সূফিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর বাণী: সৎসঙ্গ সমস্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম। দেখো, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সারা জাহানের আউলিয়াদের চেয়ে উত্তম কেন? কারণ তাঁরা হযরত মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শ প্রাপ্ত। (মির'আতুল মানাজিহ, ৩/৩১২)

১. ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/ ৩৬৯।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক/সংকলক	প্রকাশনা
১	কুরআন পাক	আল্লাহর বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, ১৪৩২ হিঃ
২	কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ১৩৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, ১৪৩২ হিঃ
৩	নূরুল ইরফান	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ১৩৯১ হিঃ)	পীর ভাই এন্ড কোম্পানী
৪	রূহুল বয়ান	মাওলারূম শাইখ ইসমাঈল হাক্কী বরূসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ১১৩৭ হিঃ)	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৫	সহীহুল বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৯ হিঃ
৬	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ২৬১ হিঃ)	দারু ইবনে হাযম, ১৪১৯ হিঃ
৭	সুনানে তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ২৭৯ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
৮	সুনানে নাসায়ী	ইমাম আহমদ বিন শু'আইব নাসায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৩০৩ হি.)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪২৬ হিঃ
৯	আল-মুসনাদ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ২৪১ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
১০	আল-জামিউস সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবী বকর সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৯১১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৫ হিঃ
১১	জামউল জাওয়ামে'	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৯১১ হি.)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
১২	আল-মু'জামুল কাবীর	হাফিয সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৩৬০ হিঃ)	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪২২ হিঃ
১৩	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪২১ হিঃ
১৪	ফিরদাউসুল আখবার	হাফিয শেরওয়াইহ বিন শাহরদার বিন শেরওয়াইহ দায়লামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৫০৯ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪০৬ হিঃ

www.dawateislami.net

নং	কিতাব	লেখক/সংকলক	প্রকাশনা
১৫	জামি'উ বায়ানিল ইলম	ইমাম আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বার কুরতুবী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৪৬৩ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ
১৬	তারিখে বাগদাদ	হাফিয আবু বকর আহমদ বিন আলী বিন সাবিত খতীব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৪৬৩ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৭ হি:
১৭	তা'লীমুল মুতা'আল্লিম	ইমাম বুরহানুল ইসলাম যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৫৯৩ হি.)	বাবুল মদীনা, করাচী
১৮	মুকাশাফাতুল কুলুব	হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ৫০৫ হি:)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
১৯	আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ	ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শু'উনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত	দারুস সাফওয়াহ, মিসর, ১৯৯৩ ইংরেজী
২০	আদ্-দুররুল মুখতার	মুহাম্মদ বিন আলী, আল মারুফ 'আলাউদ্দীন হাসকাফী' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ১০৮৮ হি.)	দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৪২০ হি:
২১	আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ	আল্লামা শাইখ নিযাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ১০৯২ হি.) ওয়া জামাআতি মিন উলামায়ে হিন্দ	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৩১০ হি.
২২	ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া	ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ১৩৪০ হি.)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
২৩	মালফুযাতে আ'লা হযরত	ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃ. ১৩৪০ হি:)	মাকতাবাতুল মদীনা, ১৪৩০ হি:
২৪	কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, ১৪৩০ হি:
২৫	তা'আরুফে দা'ওয়াতে ইসলামী	আল-মাদীনাতুল ইলমিয়্যাহ	মাকতাবাতুল মদীনা

সূচিপত্র

দরূদ শরীফের ফযীলত ১
খ্রিষ্টান মহিলার পুত্র ২
আল্লাহ দুটি হাত কেন দিয়েছেন! ৪
ইলমের সম্মান ৫
ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সম্মান ৬
দ্বীনের পথ প্রদর্শক ৭
ওলামাদের শানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭টি বাণী ৮
ইলমের ফয়যান ও তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীনের ৪টি বাণী:- ১০
চিন্তার মুহূর্ত! ১২
শুকরিয়া সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী ১৩
দুনিয়াবী পরোপকারীর তো শুকরিয়া কিন্তু... ..... ১৩
ওলামা সম্পর্কিত একটি ফাতাওয়া ১৪
জনগণের জন্য উপদেশমূলক মাদানী ফুল ১৬
দুই রাকাত ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম ১৭
আলেমের গীবতকারী রহমত থেকে নিরাশ ১৮
ওলামাদের অপমানের লজ্জাজনক পদ্ধতি ১৯
আলেমের অপমান কখন কুফর এবং কখন নয়? ১৯
ওলামায়ে দ্বীনের অপমানের উদাহরণ ২০
যখনই দেখি, কুফরের ফতোয়া দাগিয়ে দেয়! ২২
ওলামাদের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্য ২৩
ওলামায়ে দ্বীনের অপমান গুরুতর অপরাধ ২৪
শয়তান মানুষকে আলেমদের থেকে কেন দূরে সরিয়ে দেয়? ২৫
ওলামা ছাড়া ইসলামের ব্যবস্থা চলতে পারে না ২৬
জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন! ২৭
ওলামাদের জন্য মাদানী ফুল (মূল্যবান উপদেশ) ২৮
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আমল ৩০
সুধারণা অবলম্বন করুন! ৩০
তথ্যসূত্র ৩২

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه .

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪৩১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net